দর্শনায় বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার কামারপাড়া গ্রামে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর বিলবোর্ড ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর উভয় পক্ষই দর্শনা থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দায়ের করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিএনপি ও জামায়াত নেতারা থানায় পৃথক অভিযোগ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে ধানের শীষের প্রার্থীর একটি বিলবোর্ড ভেঙে জামায়াত নেতা খাজার চায়ের দোকানের পাশে গর্তে ফেলে দেয় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। মঙ্গলবার সকালে বিএনপি নেতাকর্মীরা ঘটনার জন্য জামায়াত নেতা খাজাকে দায়ী করলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।

পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসার জন্য বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় এক মোড়ে দুই পক্ষই সমবেত হয়। একপর্যায়ে সেখানে তর্কাতর্কি থেকে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

এই ঘটনায় বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। কিছুক্ষণ পর জামায়াত নেতা খাজাও ৮ জনকে আসামি করে আরেকটি অভিযোগ দাখিল করেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ১১

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক টাঙানোকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কুমারী ইউনিয়নের এক মহিলা ইউপি সদস্যসহ উভয় পক্ষের ১১ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে যুবদলের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। আহতরা আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন।

আহত বিএনপি নেতাকর্মীরা হলেন পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম কনক, সদস্য সাজাহান, আলিম, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক তাইজেল হোসেন, ১ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানা খাতুন ও তাঁর স্বামী রাশিদুল ইসলাম।

অন্যদিকে জামায়াতের আহতরা হলেন হারুনের ছেলে মুরাদ আলি, মাহাতাবের ছেলে আরিফ, পলাশের ছেলে লাল্টু, সাদেক আলির ছেলে ওল্টু এবং তার মেয়ে ফাতেমা খাতুন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে শ্যামপুর গ্রামে জামায়াতের নেতাকর্মীরা দাঁড়িপাল্লা প্রতীক টাঙাতে গেলে বিএনপি নেতা রাশিদুল ইসলামের সঙ্গে তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ছড়িয়ে পড়ে। পরে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের কর্মীরা জামায়াত নেতা ওল্টুর বাড়িতে হামলা চালায়। এরপর জামায়াতের নেতাকর্মীরাও পাল্টা হামলা চালালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১১ জন গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন অভিযোগ করে বলেন, জামায়াতের ব্যানারে যুবলীগের কিছু কর্মী আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে। এতে বিএনপির ৬ জন কর্মী আহত হয়েছে।

অপরদিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল বলেন,

আমাদের নেতাকর্মীরা দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা টাঙাতে গেলে বিএনপির মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানা ও তাঁর স্বামী বাধা দেন। পরে বিএনপির কর্মীরা আমাদের নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা চালালে সংঘর্ষ ঘটে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দর্শনায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার।

গণসংযোগকালে তিনি বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি ও স্থানীয় উন্নয়নের রূপরেখা সম্বলিত লিফলেট দোকানপাট ও পথচারীদের হাতে তুলে দেন।

এ সময় সাবু তরফদার বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপি’র উপ-কোষাধ্যক্ষ ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে। তিনি বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও দেশের শীর্ষ পোশাকশিল্প উদ্যোক্তা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা ও রাজধানী ঢাকা দুই এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বড় সুযোগ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ই দেশের রাষ্ট্র কাঠামো, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ ফারুক, শ্রমিকদল নেতা খন্দকার মুন্নাফ, দর্শনা থানা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আলমগীর হোসেন, দর্শনা টাংলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, শ্রমিকদল নেতা মো. জাহাঙ্গীর, সোহরাব হোসেন, সানোয়ার হোসেন, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মৃত্যুসংবাদে আসার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চাচাতো বোনের

আলমডাঙ্গার সাংবাদিক সাহাবুল হকের মা মোরিয়োম খাতুন (৬৮) মৃত্যুবরণ করেছেন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দাফনকার্যে অংশ নিতে আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাঁর চাচাতো বোন লাভলী খাতুন। একদিনে একই পরিবারের দুইজনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মুনছুর আলির স্ত্রী মোরিয়োম খাতুন দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলার ভগীরথপুর গ্রাম থেকে চাচাতো বোন লাভলী খাতুন স্বামীর মোটরসাইকেলযোগে দুর্লভপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে ভালাইপুর মোড় পেরিয়ে চিৎলার মাঠ এলাকায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়দের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে

কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

একই পরিবারের দুইজনের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারিতে বাড়িতে শোকের মাতম নেমে আসে। সাংবাদিক সাহাবুল হকের অন্ধ পিতার কান্নায় এলাকায় বেদনাবিধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

গত সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে মরহুমা মোরিয়োম খাতুনের জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, কবি ও সাংবাদিক গোলাম রহমান চৌধুরী, আতিক বিশ্বাস, আশাদুল মেম্বার, মুনছুর মেম্বার, রুহুল আমিন মেম্বার, রাজ্জাক আলি, আজিজুল হক, তুহিন হোসেন, ইকরামুল মন্ডল, রিপন আলি প্রমুখ।

দামুড়হুদায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও তাৎক্ষণিক সভা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্টেশন বাজারে বিএনপির লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে এক তাৎক্ষণিক সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জয়রামপুর স্টেশন সংলগ্ন সিদ্দিকী মার্কেটের সামনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। প্রধান বক্তা ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী।

জয়রামপুর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মো. মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের

সদস্যসচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেনসহ স্থানীয় নেতা- কর্মীরা।

সভায় বক্তারা বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন। এ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা ও মা-বোনসহ সকল ভোটারের ভোট নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। বক্তারা অভিযোগ করেন, জনসাধারণকে একটি দল বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে; তাই মা-বোনসহ সবাইকে সচেতন করতে নিয়মিত মাঠে থাকতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বর্তমান সময়ে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য মানুষ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি সভাপতি হিসেবে তাকে পেয়ে তারা গর্ববোধ করেন এবং তার নেতৃত্বে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভা শেষে জয়রামপুর হাঁট এলাকায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ করা হয়।

দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে প্রচার বোর্ড স্থাপন

দর্শনা পৌরসভায় কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী ত্রিদেশীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী বিজয় করার লক্ষ্যে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার বোর্ড স্থাপন করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় দর্শনা

পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার বোর্ড স্থাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয় কমিটির অন্যান্য সদস্য বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম খোকন, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম, দর্শনা রেলবাজার কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ শহিদুল মোল্লা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, প্রবীণ বিএনপি নেতা মোঃ ইসমাইল আমিন, আব্দুল হামিদ, আলাউদ্দিন, যুবদল নেতা সোহাগ জামাদার, ছাত্রদল আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, আব্দুল মুকতি, সাইদুর রহমান, ওয়াসিম, ছাত্রদল নেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সোভন, পলাশ, ফরাদ, লিজন, আকাশ খান প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও ধানের শীষ মার্কার পরিচিতি বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

দামুড়হুদায় অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ

দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীনের বিদায় সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বেলা ১১টায় কলেজের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদায়ী সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোছা. রেহেনা কুল। প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মো. রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথি মো. রফিকুল হাসান তনু বলেন, ১৯৯৪ সালে কলেজটি

প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কয়েকজন যুবক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঁশ সংগ্রহ করেছি। আজ কলেজটির অগ্রগতি দেখে মনে হয় আমাদের সেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কলেজকে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন আমাদের বিদায়ী অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দীন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা তার অবসর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ জিন্নাত আলী, কার্পাসডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. হামিদুর ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহিদুল হাসান, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এসএম. ওয়াজেদুল হাসান এবং গভর্নিং বডির সদস্য আশাবুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদায়ী অতিথি ও তার পরিবারকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট এবং পুরস্কার প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে আলমডাঙ্গায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির শুরুতে একটি সচেতনতামূলক র্যালি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে সমিতির সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি রহমান মুকুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান (পিপিএম), আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ব্যায়ামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেন মিয়া এবং সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল আজম, ডা. সামিনা আক্তার।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ফিরোজ ইফতেখার, প্রশান্ত বিশ্বাস, এন এইচ শাওন, আতিক বিশ্বাস, শরিফুল ইসলাম রোকন, সোহেল হুদা, মুর্শিদ কলিন, আল আমিন পরশ, শাহরিয়ার শরিফ, শিক্ষক আফরোজ খুশি প্রমুখ।

প্রধান অতিথি সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু বলেন, ডায়াবেটিস এখন শুধু একটি রোগ নয়; এটি জীবনযাপনের একটি সতর্ক সংকেত। আমরা কী খাই, কীভাবে চলি এসব ছোট অভ্যাসই আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে। তাই সচেতনতা বাড়ানো এবং নিয়মিত পরীক্ষা করা ছাড়া বিকল্প নেই। আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির এমন উদ্যোগ মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

বিশেষ অতিথি ওসি মাসুদুর রহমান (পিপিএম) বলেন,

ডায়াবেটিস নীরব ঘাতক। অনেক মানুষ জানেই না যে তারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অনিয়মিত খাবার, কম চলাফেরা ও মানসিক চাপেই রোগটি বাড়ে। তাই একটি সুস্থ সমাজ গড়তে স্বাস্থ্যসচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। পুলিশ শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতায়ও পাশে থাকতে চায়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন,

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যায়াম, পরিমিত খাবার গ্রহণ এবং মানসিক চাপ কমানো ডায়াবেটিস প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি হলেন সাংবাদিক পলাশ

জাতীয় দৈনিক খোলা কাগজ ও বাংলাদেশ গার্ডিয়ান এর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

এর আগে সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ দৈনিক যুগান্তরের দামুড়হুদা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল ও মাই টিভিসহ একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।

সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ নাগরিক টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সদস্যরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাংবাদিক পলাশ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দশর্না রেলবাজার দোকান মালিক নিবার্চন সম্পুর্ণ। সভাপতি পদে তোফজ্জেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন নিবার্চিত হয়েছে।

সকাল ৮টা একটানা বিকাল ৪টা পযর্ন্ত বিরতিহীন ভাবে ভোট গ্রহণ চলে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্বিপনা আনন্দ মুখোর পরিবেশে ভোটাররা ভোট প্রদান করেন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৮৭০জন। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়ায় ভোট গ্রহণ সম্পুর্ণ হয়েছে। পুলিশি কড়া পাহারায় এবং সাংবাদিক ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতে ভোট প্রদান করেন ভোটাররা।

দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ নির্বাচনটি ছিল উৎসব মুখোর। ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ প্রার্থী। এরই মধ্যে সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সভাপতি পদে তোফাজ্জেল হোসেন চেযার মার্কায় ৩৪৯ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তরিকুল ইসলাম জুয়েল চশমা মার্কায় ২৯৪ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে আবুল বাসার মোরগ মার্কায় ৪৬৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আরিফেুল ইসলাম কলস মার্কায় ১৯৩ ভোট পেয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে আনোয়ার হোসেন প্রজাপ্রতি মার্কায় ২৫৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী সেলিম মেহফুজ বাই সাইকেল মার্কায় ২৪০ ভোট পেয়েছে। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত হরিণ মার্কায় সর্বোচ্চ ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আনারস মার্কায় ২১২ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সোহাগ হোসেন টেবিল মার্কায় ৩৭৩ ভোট পেয়ে অপর প্রার্থী কালু মিয়া হারিকেন প্রতীকে ৩৩৩ ভোট পেয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে মিজানুর রহমান দেয়ারঘড়ি মার্কায় ৫৭৩ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী টিউবয়েল মার্কায় ২৬২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাহী সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৮৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী হারেজ আলী সেলাই মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আব্দুল মিয়া ও শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান বেলচা মার্কায় ৮৪ ভোটপেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী সেলাই মেসিন মার্কায় ৩২ ভোট পেয়েছেন। ৬ নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পান পাতা মার্কায় ১২১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী হানিফ খাঁ ২৩ ভোট পেয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী ২৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিলে দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি দায়িত্বে ছিলেন টানা ৭ বছরেরও বেশী সময়। নানা জটিলতার কারণে ঠিকঠাক সময়ে নির্বাচন হয়নি। অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ।

পরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠন করা হয় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয়

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমানকে। এ কমিশনে অপর ৪ কমিশনার হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ি গতকাল ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। খসরা তালিকা অনুযায়ি ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধনী। ২৮ অক্টোবর চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র বিতরণ। ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীতা বাতিলের উপর আপিল, শুনানী ও নিস্পত্তি। ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ৪ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ। ১৪ নভেম্বর সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিরতীহিনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

এবারের নির্বাচনে ১৩ টি পদের বিপরিতে তালিকায় রয়েছেন ৩১ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার)। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুতফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন পুরণো হলেও ২ জন রয়েছেন নতুন প্রার্থীই। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি) সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মেহমুদ লিটন (বাই সাইকেল) নতুনদের মধ্যে রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখি ফুল)। সহসভাপতি পদে আবুল বাসার (মোরড়) আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)। কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)। দপ্তর সম্পাদক পদে সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

এছাড়া ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৭৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী ফরজ আলী কাঁঠাল মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম ৮৮

ভোট পেয়ে নিবার্চিত। অপর প্রার্থী সেলিা মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আব্দুল মিয়া এবং শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ নং মেহেদী হাসান (বেলচা) মার্কায় ৮৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী মোঃ ওয়াসীম ফুটবল ৩২ ভোট পেয়েছে। ৬নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পানপাতা মার্কায় ২১২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী হানিফ খঁ ২৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ৭ নং ওয়ার্ড থেকে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাইদুর রহমান উড়োজাহাজ মার্কায় ২৯ ভোট পেয়েছেন।